

# Reunion

-জয়ন্ত অধিকারি

আশ্বিনের শারদও প্রাতে। এই না ধুর, কি সব যে বলি না। কোথায় আশ্বিন, এতো আষাঢ় মাস। আর প্রাতই বা কই, এতো রাতে ১০ বেজে ১০। নিজের ঘরে বসে জিকো facebook scroll করছে। এই এই scroll করতে করতে কি একটা চলে গেলো যেনো আরে একটু আগে হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আরে এ তো facebook memories.. College friends দেব একটা group photo। হঠাৎ কেমন যেন সেই দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সেই একসাথে college এ বসে আড্ডা, tiffin খাওয়া, canteen এর সেই চা, ছোটখাটো ঝগড়া, পূজোয় একসাথে ঘুরতে যাওয়া, আরো কতো কি।

হঠাৎ জিকো ভাবলো খোঁজ নিয়ে দেখি না, কেমন আছে তারা। সেই বন্ধুরা। শুরু হলো treasure hunt। অবশ্য এই treasure এ pocket না ভরলেও, সবার যে মন ভরবে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই treasure hunt এই পর্যায় চলে গেলো যে whatsapp group এর Hi-hello-kemon achis থেকে চলে গেলো Reunion planning র দিকে।

অবশেষে একটা ছুটির দিন দেখে ঠিক হলো college র ১০ বছর পর College friends Reunion। গন্তব্যস্থান জিকোর বাড়ি। যথাদিনে জিকোর বাড়ি একে একে সবাই এসে হাজিড়। সে একটা এলাহি ব্যাপার বটে।

আচ্ছা বুঝলেন তো, ওদিক থেকে খুব সুন্দর খাবারের নানান গন্ধ আসছে। আমি চললাম, একটু হাতের কাজ সারতে। আপনারা কিন্তু কোথাও যাবেন না। সবে তো কলির, খুরি Reunion র সন্ধ্যা।

(একটা গান)

**সমু বলল:** তোরা কোথায়? আর মোহর?

**মনা বলল:** জোশি এসে গেছে? হ্যাংলা নিশ্চয়ই খেতে বসে গেছে, তাই না রে?

**Mukut বলল:** তুই কী মোটা হয়ে গেছিস রে Mona! Somu? তোর মাথার সব চুল গেল কোথায় রে? বৌ না কি বাচ্চা, কে সব চুল উপড়ে তুলে দিয়েছে? নিশ্চয়ই তোর বৌ করেছে এটা। যা ঝগড়ুটে তুই! ঠিক হয়েছে!

**পৃথ্বী বলল:** এই দেখ দেখ...মুকুর কী ফুলে গেছে রে...ও তো কয়েকদিন আগেই বিয়ে করেছে, তাই না? হাহাহা। বিয়ের জল গায়ে পড়েছে। হাহাহাহা।

**মোহর বলল:** কণা, সেদিন তোর বর আর মেয়েকে দেখলাম তো!

**কনা বলল:** কোথায় রে??

**মোহর বলল:** কোথায় আবার? ওই তো তোদের স্ট্যাটাসে। তোদের তিনজনকে খুব ভাল লাগছিল। বিশেষ করে তোর বরটা কী হ্যান্ডসাম রে...আমারটা কে দেখ...কীরকম বুড়ো বুড়ো হয়ে গেছে। ধুর ভাল্লাগেনা!

**জিকো বলল:** তোরা সবাই ঠিকঠাক খাওয়া দাওয়া করছিস তো? ওদিকে ভেজ কাউন্টার আছে, আর এইদিকে ননভেজ।

**হ্যাংলা বলল:** প্রণ পকোড়াটা যা করেছে না! চুমু, একেবারে চুমু! জিকো কে ক্রেডিট দিতেই হয়। ও যদি সবাইকে খুঁজে বের না করে আনত, তাহলে এই দশ বছর পরে আমাদের রিইউনিয়নটা হত না।

তবুও তো কয়েকজনকে খুঁজেই পাই নি আমরা। **বলে ওঠে জিকো।**

**পাশ থেকে মুকুট এসে জিজ্ঞেস করে,** ওই, তোর বৌ বাচ্চা কোথায় রে? তোরা ছেলেরা একসাথে বসে গিলবি বলে বৌ বাচ্চাকে বাড়ি থেকে ভাগিয়ে দিয়েছিস? তোর বাড়িটা কিন্তু জব্বর বানিয়েছিস! আচ্ছা শোন, ভাবিস না যে তোরা ছেলেরা একা বসে থাকবি বোতল নিয়ে! বোতল খুললে আমাদের ও ডাকবি। বুঝলি?

এই জিকো, হই আসে নি? ও তো আসবে বলেছিল। ওর একটা ফুটফুটে মেয়ে ও আছে। পুরো ডল একটা। **গ্রিলড পাইন্যাপেলের টুকরোটা মুখের মধ্যে ভরে জিজ্ঞেস করে হ্যাংলা।**

**জিকো:** আসবে তো বলেছে।

**Somu বলল:** ও এলেই আমাদের পার্টি শুরু হয়ে যাবে। ওই একমাত্র যে বাকি আছে এখনও। ট্রাফিকে আটকে গেছে হয়ত!

তখনই হৈমন্তী এসে ভেতরে ঢোকে। পুরনো বন্ধু বান্ধবীদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ছোট্ট বাচ্চাটাকে নিজের কোল থেকে তুলে দেয় ওর বর আবীরের কোলে। বন্ধুদের মাঝে এসে দাঁড়ায় ও।

**তখন কণা বলে উঠলো :** কিরে হৈ কলেজ এ তোর যা glamour ছিল আর এখন তার তো কিছুই নেই রে..

**মোহর:** হ্যাঁ কেমন রোগা হয়ে গেছিস..কি গো আবীর দা বউ এর দিকে আর নজর দিচ্ছে না নাকি !?

**হৈমন্তী হালকা হেসে বলে :** Reh কি যে বলিস আসলে মেয়ে এর কাজ তারপর শরীর টা খারাপ হয়েছিলো কদিন আগেই তাই আর কি..

**Hyangla :** আচ্ছা চল এবার পার্টি টা শুরু করি নাকি।

সবাই হই হই করে ওঠে একসাথে। জিকো একবার হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে হেসে অডিও সিস্টেমে গান চালিয়ে দেয়।

**হঠাৎ পৃথ্বী বলে ওঠে :** " এই জিকো, গান চালালি কেন, চল না আমরা সেই আগের মতো বসে আড্ডা দি। Afterall কতো বছরপর দেখা ।"

**Kona বলল:** "এই চল না সেই college র মতো truth and dare খেলি"

**পৃথ্বী বলল :** হ্যা হ্যা। দাড়া আমি একটা বোতল নিয়ে আসি।

হঠাৎ করে সবাই যেন teenage এ ফিরে গেলো। সবাই কেমন শতোস্ফুরন্ত ভাবে রাজি হয়ে গেলো। এরপর college সব বন্ধুরা একসাথে গোল হয়ে বসলো truth and dare খেলতে। খেলার এমন চোট, কেউ নিজের বর-বউ ছেলে-মেয়ে কেও আর পাত্তা দিচ্ছে না। বোতল ঘুরালো।

প্রথমেই হ্যাংলার পালা। মুকুর ওকে নাচার dare দিলো , আর হ্যাংলা নির্দিধায় মাথায় মদের গ্লাস আর থলথলে ভুঁড়ি নিয়ে নাচ শুরু করল-

Jamal kudu

(তারপর সবার হাসির আওয়াজ)

**গণেশ বলল:** কিরে মাচা, তুই তো ভালোই নাচিস।

(হাসি)

**Somu বলল:** তা নাচবে না কেন। তোদের East Bengal র মতো তো আর relegation নিয়ে ভাবতে হয়না, আমরা trophy জেতা নিয়ে ভাবি।

**গণেশ বলল:** তোদের Mohan Bagan দেব সাথে কথাই বলতে ইচ্ছা করে না। নিজেদের Club , ঐতিহ্য বেচে খেয়েছিস, তাদের আবার বড়ো বড়ো কথা।

**Joshi বলল:**এই দাড়া, মনে আছে Ziko তো Chelsea supporter

(ছেলেদের হাসি)

**মুকুট বলল:** তোরা থামবি এবার।

**Joshi বলল:** পরের turn Mona র

**Mona truth এ Somu জিজ্ঞেস করল** "তোব College life যে কতোটা রঙীন, সেটা আমরা সবাই জানি। সত্যি করে বলতো college এ ঠিক কটা ছেলেকে নাচিয়ে ছিলি?"

(সবার হাসি)

**কিছুক্ষণ ভেবে, Mona বলল :** কটা আর। আমাদের college র তিনজন। আর অন্য college গুলো থেকে ওই চারটে মতো। Total সাতটা।

**Joshi বলল:** "বাবা, তোব এলেম আছে বটে। আমরা তো মনে হয় দু-তিন জনকে দেখেছিলাম। তুই যে ৭ জনকে গোল খাইয়েছিলি, এটাতো জানতাম না। এই জন্যই বলে Thala for a reason."

(হাসি)

**Mona বলল:** দেখলে হবে খরচা আছে boss এইজন্যই Mona নামের sample department এ একটাই ছিল।

(সবার হাসি)

**Kona বলল:** নে নে হয়েছে হয়েছে থাম এবার চল আবার বোতল ঘোরা

(বোতল ঘোরানোর sound)

**পরের বার এলো জিকোর dare হই কিছুক্ষণ ভেবে বলল :** "জিকো, তুই তো কি ভালো গান গাইতি রে college এ। একটা গান গা না আজ"

**জিকো বলে:** "না , না। ওসব ছেড়ে দিয়েছি । এখন আর ওসবের একদম চর্চা নেই।"

কিন্তু সবাই মিলে বলাতে জিকো কে গাইতেই হলো। গাইতে গিয়ে জিকোর মনে পরে গেলো সেই college freshers এ তার পছন্দের মানুষটার উদ্দেশ্যে গাওয়া গানটা। নিজেকে একটু সামলে, জিকো গাইতে লাগলো

Hoyani Alap

(জিকোর কাশি)

(সেখানে থেকে হৈমন্তী গানটা ধরলো)

**কনা বলল:** বাহ্। তোদের এই duet college এও যেমন evergreen ছিলো এতো বছর পরেও same রয়ে গেছে।

**মুকুট বলল:** হ্যা ঠিক বলেছিস। সেই college freshers এ জিকো হৈমন্তী জুটির vibes টা যেন আবার ফিরে পেলাম।

**Abir বলল:** বাবা! College এ জিকো বাবু আর হৈমন্তী একসাথে গান গাইতেন নাকি?

**মোহর বলল:** আরে আবিবর দা, গান গাইতো কি বলছেন, ওদের duet জুটি আমাদের department এ famous ছিল।

**Abir বলল:** Ohh! Hoimo বলোনি তো আমায় কোনোদিন।

**হৈ বলল:** হ্যা মানে। ধুর ছাড়া তো ওসব পুরানো কথা।

**Ziko বলল:** হ্যা, হৈ ঠিকই বলেছে। এসব অনেক আগের কথা , বাদ দিন এসব। পুরোনো কথা যতো মনে না করা যায় ততোই ভালো।

**গনেশ বলল:** যাই বল। তোদের এই হঠাৎ duet টা কিন্তু দারুন ছিল। এইসব কি আগে থেকে সাজানো plan নাকি?

(সবার হাসি)

**Kona বলল:** "সত্যি ঘনসু, তোর এই কাঠি করার স্বভাবটা গেলো না.. দেখলি তো বেচারি জিকো টা লজ্জায় উঠেই চলে গেলো।"

**গনেশ বলল:** "জীবন মানেই তো বাঁশে বাঁশে বাঁশবাগান। সেখানে দুচারটে কাঠি থাকলে, ক্ষতি কি"

(সবার হাসি)

রাতের খাওয়া শেষ হলে এক এক করে সবাই যখন যাওয়ার জন্য তৈরি হয়, জিকো অবশেষে হৈমন্তীর সামনে আসে।

**হৈমন্তী** হেসে জিজ্ঞেস করে : "কী রে? তুই কোথায় লুকিয়ে ছিলিস? একবার ও এলি না? "

**জিকো** বলল: "আরে আমার কত কাজ ছিল বল দেখি? সবকিছুই তো প্রায় একা হাতে অ্যারেঞ্জ করেছি। সবার খেয়াল রাখতে হবে না? খাওয়া দাওয়া করেছিস তো ভাল করে? তোর মেয়ে খেয়েছে? ও কিন্তু ভীষণ সুইট হয়েছে, একদম তোর মতো। যাকে বলে কিউটনেসের ডিব্বা।"

**হই:** অ্যাঁ জিকো, ভাল হবে না কিন্তু...হাহাহাহা। মেয়েটা পুরো বাপের ওপরে গেছে! দেখ না, এখন আবীরের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। আবীরকে দেখ, কীরকম বড় বড় হই তুলছে! এই শোন না, আমাকে একটু washroom ta...ওইটাই তো washroom?

**জিকো:** আয় আয়। তোকে আমি বাড়ির ভেতরের বাথরুমে নিয়ে যাচ্ছি। এই বাথরুমে গনেশটা বেশি গিলে বমি টমি করে যাচ্ছেতাই ব্যাপার করেছে একটা!

হৈমন্তী বাড়ির ভেতরে তাকে বাথরুম থেকে ঘুরে বেরিয়ে আসার সময় হঠাৎ সুসজ্জিত লিভিং রুমের দিকে চোখ পরলো। ঘরে ভেতর গিয়ে হৈমন্তী সবকিছু ভালো করে দেখতে লাগলো। হঠাৎ showcase র ভেতরে দেখতে পায় একটা সুন্দর কানের দুল বেশ যত্ন করে সাজিয়ে রাখা। এমন ভাবে সাজানো যেন ওটাই এ ঘরের মূল আকর্ষণ। কিন্তু আর এক জোড়া তার চোখে পরলো না। হঠাৎ ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। কাঁপা কাঁপা হাতে ও দুলটা হাতে নিলো।

**হৈমন্তী বিড়বিড় করে বলল:** "এটা তো...এটা...সেই দুলটা না "

ওর চোখের কোণায় জল জমতে শুরু করল। **জিকো** বাইরে থেকে তাড়াতাড়ি এসে পেছন থেকে ওর উদ্দেশ্যে বলে, "হই, আবীর তোকে খুঁজছে রে। বৌ অন্ত প্রাণ একেবারে। এখানে কী করছিস? "

**আবীর ও পাশ থেকে জিজ্ঞেস করে :** আমি তোমাকে কখন থেকে খুঁজছি, আর তুমি এখানে?

ঘুরে দাঁড়ায় **হৈমন্তী**। জিকোর দিকে তাকিয়ে কোনও রকমে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, "এই কানের দুলটা..."

**জিকো:** ওহ, ওটা? ওটার একটা গল্ল আছে রে। শুনবি?

**আবীর** জিজ্ঞেস করে : "গল্ল? সেটাও কানের দুলের? ইন্টারেস্টিং তো!"

**জিকো:** হ্যাঁ। সত্যিই ইন্টারেস্টিং। সে তখন আমার college র first year। একটা মেয়ে ছিল আমাদের department eel ওকে আমার খুব ভাল লাগত। কিন্তু ওই বয়সে যা হয়, বলতে পারি নি কখনও তাকে। এভাবেই কেটে গেলো তিন তিনটে বছর। কতো স্বৃতি, কতো মূহূর্ত, সেই তিনটে যেন আমার জীবনে সবচেয়ে রঙিন তিনটে বছর। তারপর কলেজের শেষ দিনে বুকে অনেক সাহস এনে ওকে কথাগুলো বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু, পারি নি। তারপর ওর এই একটা পরে যাওয়া কানের দুল লুকিয়ে নিজের কাছে স্বৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছি।

**আবির:** ইসসস, তখন যদি মেয়েটাকে বলতে পারতেন - একটা দারুণ লাভ স্টোরি হতে পারত। জিকো, শুনলাম আপনি নাকি বিয়ে করেন নি? সেটা কি এই মেয়েটার জন্য? এ তো গভীর প্রেম একেবারে। কী বল Hoimo?...এই Hoimo, এবার কিন্তু আমাদের যেতে হবে। মেয়েটা ঘুমের মধ্যেও খুব ছটফট করছে।

**জিকো** ও বলে ওঠে : " হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেকটা রাত হয়ে গেছে। হই, খুব ভাল লাগল তোরা এলি। "

**হৈমন্তী** মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে : "মেয়েটার নাম কী ছিল রে?"

**জিকো:** এই রে। নামটা তো মনে নেই। তবে ওকে আমি কিউটনেসের ডিব্বা বলে খুব রাগাতাম তখন। এখন নিশ্চয়ই ও খুব ভাল আছে। আমি জানি ও ভাল আছে।

গাড়িতে উঠে পেছনের সিটে মেয়েকে কোলের ওপরে ধরে চেপে বসে **হৈমন্তী**। মনে মনে বলে, "তুই কেন সেদিন বলতে পারলি না রে জিকো? কেন? আমি তো নিজেও সেদিন রেডি ছিলাম - তুই আসবি, এসে বলবি..."।

মেয়েটা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে।

সামনে থেকে **আবির** চঁচিয়ে ওঠে, "উঃ, এই তোমাদের দুজনকে নিয়ে আমি আর পারি না। সারাক্ষণ শুধু নকশা। বিরক্তিকর!"

তাড়াতাড়ি মেয়েকে কাঁধের ওপরে ফেলে ওর পিঠে চাপড়ে দিতে দিতে ভয়াব্র স্বরে **হৈমন্তী** বলে, "প্লিজ, রাগ কোরো না আবীর। ও ঘুমিয়ে যাবে। ও ঘুমিয়ে গেছে।"

**আবির:** " ঘুমোলেই ভালো। কখন থেকে তোমাকে ডাকছি, কোনো পাত্তাই নেই তোমার। এদিকে মা বারবার phone করছে। কি যে দরকার এই সব ফালতু বন্ধুপ্রিতী দেখানো, বুঝি না।"

**হৈমন্তী:** "চাও টা কি তুমি। বিয়ের পর চাকরি ছাড়িয়েছো, বাপের বাড়ি বলে যে একটা আমার বাড়ি আছে তাতো মনেই পরে না। সামান্য বন্ধুদের reunion দশ বছর পর তাতোও দেরি করে এনেছো।"

**Abir :** এখন বেশি বন্ধু প্রতি উতলে উঠছে না.... college এ আবার duet গান গাওয়া হতো। এসব নখড়া একদম আমার কাছে দেখাতে আসবে না। আর এইসব গান এখানেই শেষ। Further আর কোনোদিন যেন তোমায় কোনো ছেলের সাথে গান গাইতে না দেখি। কথাটা যেন মাথায় থাকে।

**হৈ:** তুমি এইভাবে আমার সাথে কথা বলতে পারো না

**আবির:** " একদম আমার সাথে মুখ লাগাতে আসবে না। মেয়েমানুষের বেশি ফুর্তি করতে হলে অন্য রাস্তা দেখে নাও।"

বেরিয়ে আসা চোখের জল শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে মনে মনে **হৈমন্তী** বলে, "তোর কিউটনেসের ডিব্বা আজ ভাল নেই রে। ভাল নেই...সুখের অভিনয় করে যাচ্ছে ও রোজ। নিজের সাথে, বাইরের সবার সাথে।সেদিন একবার যদি তুই বলতিস জিকো। একবার..."

সবার চোখের আড়ালে মেয়েকে কোলে জড়িয়ে ধরে হৈমন্তী মুছে নিলো তার চোখের জল টা..আর ওদিকে হৈমন্তী দের গাড়ি start নেওয়ার পর **জিকো** র চোখ দিয়েও বেরিয়ে এলো অনেকদিনের জমে থাকা বেশ কিছুটা আবেগ সে ও হাসি মুখে সেটা মুছে নিয়ে বললো :

এইভাবেই হারিয়ে যায় হেরে যায় অনেক ভালবাসা অনেক আবেগ..।এভাবেই হয়তো যে পেলে বুকে আগলে রাখতো তার আর পাওয়া হয় না, আর যে পায় সে মূল্য দিতে পারে না। ঠিক সময় যদি জিকো আর হৈমন্তী নিজেদের মনের কথাটা দুজনে দুজন কে বলতে পারতো তাহলে গল্পের শেষ টা হয়তো অন্য রকম হতো..তাই আপনাদের বলছি বেশি কিছু না ভেবে পরে কি হবে সেটা না ভেবে যাকে ভালবাসেন সময় থাকতে তাকে নিজের মনের কথাটা জানিয়ে দিন কে বলতে পারে আপনার পছন্দের মানুষ টাও হয়তো আপনাকে আপনার মতোই ভালোবাসে শুধু আপনার মুখ থেকে শোনার অপেক্ষা করছে।

গান:

সমাপ্ত